দৈনিক জনকণ্ঠ

DEC 21 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৬ ...

ডিগ্রী পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি শুরু ॥ কেবল বিভাগীয় শহরে আসন বিনিময় কার্যকর ॥ ভিজিল্যান্স টিমের সংখ্যা দ্বিগুণ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

কেবল বিভাগীয় শহরে আসন বিনিময় কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আগামী ১০ জানুয়ারি ২০০২ থেকে শুরু হচ্ছে ২০০১ সালের ডিগ্রী পাস, সাবসিডিয়ারি ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এ বছর দেশজুড়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তিন লাখ চৌত্রিশ হাজার। নকল ও সহিংসতা রোধে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আসন বিনিময়ের দাবি থাকলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছেন, দুর্গম এলাকায় বিশেষ করে ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে সারা দেশে আসন বিনিময় সম্ভব নয়। তবে নকল প্রতিরোধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বছরের চেয়ে ভিজিল্যান্স টিমের সংখ্যা দ্বিগুণ এবং টিমকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ঝুঁকিপূর্ণ ও নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলোকে চিহ্নিত করেছে। দেশের প্রতি উপজেলায় একটি পরীক্ষা কেন্দ্র রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জানা যায়, ২০০১ সালের মধ্যে দেশে কোন ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। সর্বশেষ ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০০০ সালের ১৮ নবেম্বর। এ বছর ডিগ্রী পরীক্ষার সঙ্গে সাবসিডিয়ারি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারা দেশে এবার রেকর্ডসংখ্যক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তিন লাখ চৌত্রিশ হাজার।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম একা পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নকল ও সহিংসতামু পরিবেশে পরীক্ষা নেবার জন্য দীর্ঘদিন ধরে দেশে বিভিন্ন মহলের দাবি আসন বিনিময়ের মাধ্যমে ডি পরীক্ষা নেয়ার। ইতোমধ্যে এসএসসি এবং এইচএস পরীক্ষায় এই কৌশল অবলম্বন করে কিছুটা সুফ পাওয়া গেছে। সর্বশেষ ডিগ্রী পরীক্ষায় আসন বিনিময়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও শেষ মুহূর্তে তা ভেস্তে যায়। কে বিভাগীয় শহরে তখন আসন বিনিময় কার্যকর হয়। বছরও তাই হচ্ছে। কিন্তু যেসব শিক্ষক নকল সহিংসতামুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নিতে চান তাঁ বক্তব্য হচ্ছে বিভাগীয় শহরে এমনিতেই নকল কম হ সেখানে আসন বিনিময় তাই সামগ্রিকভাবে তেমন বে সুফল আনবে না। সবচেয়ে নকল বেশি হয় প্রত অঞ্চলে। তাই থানা পর্যায়ে আসন বিনিময় কার্য হওয়া জরুরী বলে তাঁদের অভিমত। এ ব্যাপারে জা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য হচ্ছে– প্রত্যন্ত অঞ্চলে কলেজের ছাত্রছাত্রী অন্য কলেজে পরীক্ষা দিতে গে হয়রানির শিকার হবে। তাদের এক থানা থেকে থানায় যেতে হবে পরীক্ষা দিতে। ছাত্ররা তাদের থা ব্যবস্থা করতে পারলেও ছাত্রীদের ক্ষেত্রে আবা

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দে

বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ মাজহারুল হান্নান জনকণ্ঠকে বলেন, আসন বি কার্যকর করে নকল ও সহিংসতা বহুলাংশে ক ফেলা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে তিনি বিগত এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। অ হান্নানের মতে, এক কলেজের পরীক্ষার্থী অন্য কে পরীক্ষা দিতে গেলে নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের মান অবস্থায় পরিবর্তন আসে। স্থানীয় এবং রাজনৈ প্রভাবও তেমন একটা কাজে লাগে না।